কালের কণ্ঠ।

20 OCT 2013

ড. মিল্টন বিশ্বাস ▶

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় দিবসের গুরুত্ব

দেড় শ বছরের পুরনো প্রতিষ্ঠানটির গুরুত্ব অপরিসীম। অতীতে দেশের প্রতিটি আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক আন্দোলনে জগন্নাথের সক্রিয় ভূমিকা ছিল, এখনো রয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সূতিকাগার বলা হয়, আর জগন্নাথকে চিহ্নিত করা হয় তার প্রাণপ্রবাহ হিসেবে

প্রায় ৬০০ শিক্ষক, সাড়ে ৮০০ কর্মকর্তা ও ২৫ হাজার শিক্ষার্থী নিয়ে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় বর্তমানে ঢাকা শহরের ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা সদরঘাটের ১০ চিত্তরঞ্জন এভিনিউয়ের অনাতম উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। আদি নাম জগন্নাথ কলেজ। গড়ে উঠেছিল যে বুড়িগঙ্গা নদীর তীরের ক্যাম্পাসকে কেন্দ্র করে, তারই আঙিনা এখন এই পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকাণ্ডে মুখরিত।

এই বিশ্ববিদ্যালয়টির ইতিহাস খুঁজতে হবে ১৮৫৮ সালে প্রতিষ্ঠিত পুরনো ঢাকার 'ব্রাঞ্চ স্কুল'র মধ্যে, খুঁজতে হবে টাঙ্গাইলের বালিয়াতির জমিদার কিশোরীলাল চৌধুরীর ১৮৭২ সালে দেওয়া 'জগন্নাথ স্কুল' নামের মধ্যে। ১৮৮৪ সালে এটি কলেজিয়েট স্কুল হিসেবে গণ্য হয় এবং ১৮৮৭ সালের আগ পর্যন্ত স্কুল ও কলেজ পরিচালিত হতো একই প্রশাসনের অধীনে। ১৮৮৭ সাল থেকে স্কুল ও কলেজ আলাদা হয়ে স্কুলটির নাম হয় 'কিশোর ত্রুবলি স্কুল'। এখন এটি 'কে এল ত্রুবলি স্কুল' নামে প্রসিদ্ধ। অন্যদিকে কলেজের প্রশাসন ১৯০৭ সালে ট্রাস্টি বোর্ডের অধীনে চলে যায় এবং একই বছর থেকে এটি একটি প্রথম শ্রেণীর কলেজ হিসেবে গণ্য হতে থাকে। কলেজটি শুরু হয়েছিল ৪৮ জন শিক্ষার্থী নিয়ে। পাঁচ বছরে এটি উন্নীত হয় ৩৯৬ জন শিক্ষার্থীতে। ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে জগন্নাথ কলেজে ডিগ্রি কোর্সে ছাত্র ভর্তি বন্ধ হয়ে যায় এবং এটির নামকরণ হয় জগন্নাথ ইন্টারমিডিয়েট কলেজ। আবার ২৮ বছর পর ১৯৪৯ সালে ডিগ্রি কোর্স চালু হয় এবং ১৯৬৮ সালে কলেজটি সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি পায়। স্বাধীনতার পর ১৯৭৫ সালে জগন্নাথ কলেজে অনার্স ও মাস্টার্স কোর্স খোলা হয়। একই বছর সরকার আবার মাতৃকলেজের কলেজ হিসেবে এর দায়িত্বভার গ্রহণ করে। ১৯৮২ সালে কলেজটির ইন্টারমিডিয়েট স্তর বন্ধ করে দেওয়া হয়। এভাবে পাঠশালা থেকে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পেরিয়ে ২০০৫ সালে এটি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। বিএনপি সরকার এটিকে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের আদলে গড়ে তুলতে চেয়েছিল। কারণ প্রতিষ্ঠার পাঁচ বছর পর নিজেদের ব্যয় নিজেরা বহন করার ধারণাটি ছিল সম্পূর্ণ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মতো। এদিক থেকে ব্যতিক্রমী ছিল এটির আইন। ২০১১ সালে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হস্তক্ষেপে এটি প্রকৃত পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা অর্জন করে।

এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছয়টি অনুষদের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ৩১টি বিভাগ। ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদের অন্তর্গত বিবিএ ও এমবিএ প্রোগ্রাম ইতিমধ্যে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। দেশ-বিদেশ থেকে উচ্চতর ডিগ্রি অর্জনকারী একদল শিক্ষক নিষ্ঠার সঙ্গে এই অনুষদের অগ্রগতিতে ভূমিকা রেখে চলেছে। খুব কম সময়ের মধ্যে এই অনুষদের বিভাগগুলো উচ্চতর গবেষণা তথা এমফিল ও পিএইচডি প্রোগ্রাম চালু করেছে। এর মধ্যে আবার মার্কেটিং বিভাগ কেবল মার্কেটিং ম্যানেজমেন্ট কিংবা রিসার্চ নিয়ে ব্যস্ত নয়; বরং খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে প্রতিবছর অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারটি একটি সমৃদ্ধ সংগ্রহশালায় পরিণত হয়েছে। বিশেষত, কলেজের গ্রন্থগুলোর সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩১টি বিভাগের নানা ধরনের বই, ম্যাগাজিন, গবেষণা ও জার্নালে পূর্ণ হয়েছে নতুন ভবনের সাততলা। তবে অচিরেই এই বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরির জন্য একটি স্বতন্ত্র ভবন দরকার হবে বলে আমরা মনে করি। বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলার মাঠ হিসেবে ধুপখোলার খেলার মাঠ ব্যবহৃত হলেও ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রসহ জিমনেশিয়ামের অনা পরিকল্পনা গৃহীত হচ্ছে বলে জানা গেছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস-গবেষণা ছাড়াও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড ও সেমিনার-সিম্পোজিয়ামের গুরুত্ব অপরিসীম। এ কথার যাথার্থতা লক্ষ করা যায় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের বিভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের পরিচয় থেকে। উদীচী, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, অবি আবৃত্তি, অবি চলচ্চিত্র, অবি সাংবাদিক সমিতি, অবি রোভার স্কাউট, ডিবেটিং সোসাইটি, অবি শিক্ষক সমিতি প্রভৃতি ছাড়াও ক্যাম্পাসে রয়েছে ছাত্রলীগসহ অনেক রাজনৈতিক সংগঠনের কর্মকাণ্ড। শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের অনা স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও ডাক্তারও আছেন। ১৯৮৫ সালের আগে জগন্নাথ কলেজের কয়েকটি হল, হোস্টেল ও ডরমেটরি ছিল। ২০০৫ সালে বিশ্ববিদ্যালয় হওয়ার পর শিক্ষার্থীরা তাঁদের আবাসিক হলের অনা বিভিন্ন সময় দাবি জানিয়ে আসছিলেন। এ পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান উপাচার্য প্রফেসর ড. মীজানুর রহমান হল নির্মাণের জন্য জমি ক্রয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ছাত্রীদের জন্য ২২ অক্টোবর এক হাজার আসনবিশিষ্ট বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হচ্ছে। অন্যের দখলে থাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হল হাবিবুর রহমান ও বাণী ভবন ইতিমধ্যে উদ্ধার করা হয়েছে। অন্যগুলো উদ্ধারের প্রচেষ্টা চলছে। অন্যদিকে আবাসিক সুযোগ না থাকায় শিক্ষার্থীদের সুবিধার্থে ২০টিরও বেশি বাস বিভিন্ন রুটে চলাচল করছে।

এ প্রতিষ্ঠানটির রয়েছে বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সঙ্গে গভীর সম্পৃক্ততা। ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে ষাটের দশকের সব আন্দোলনে এখানকার ছাত্র-শিক্ষকরা জড়িত ছিলেন। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে অবদান রয়েছে এ প্রতিষ্ঠানটির। কবি ও কথাসাহিত্যিক প্রেমেন্দ্র মিত্র, শিক্ষাবিদ ও গবেষক আনিসুজ্জামান, অর্থনীতিবিদ ভবতোষ দত্ত ও নুরুল মোমেন, কবি সৃষ্টি মোতাহার হোসেন, কণ্ঠশিল্পী হায়দার হোসেন, ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রমকারী সাঁতারু ব্রজেন দাস, স্পোর্টস জার্নালিস্ট আবদুল হামিদ, সাবেক প্রতিমন্ত্রী এ আর ইউসুফ প্রমুখ এই প্রতিষ্ঠানের ছাত্র হিসেবে দেশ-বিদেশে খ্যাতি অর্জন করেছেন। বর্তমান মহাজোট সরকারের মন্ত্রিপরিষদের একাধিক সদস্য এই প্রতিষ্ঠানেরই ছাত্র ছিলেন।

মূলত দেড় শ বছরের পুরনো প্রতিষ্ঠানটির গুরুত্ব অপরিসীম। অতীতে দেশের প্রতিটি আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক আন্দোলনে জগন্নাথের সক্রিয় ভূমিকা ছিল, এখনো রয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সূতিকাগার বলা হয়, আর জগন্নাথকে চিহ্নিত করা হয় তার প্রাণপ্রবাহ হিসেবে। কারণ সেখান থেকে মিছিল না এলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলা কিংবা মধুর ক্যান্টিন জমে উঠত না। এখানকার প্রখ্যাত শিক্ষক অজিত গুহ কিংবা শওকত আলী কেবল জ্ঞান সাধনায় অসাধারণ ছিলেন না; বরং দেশের গুণী-মনীষার অনাতম পুরোধাও তাঁরা। এসব ইতিহাস ও ঐতিহ্যের পথ ধরে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় দেশের অনাতম ও মানসম্পন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি অর্জন করতে সক্ষম হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

লেখক: সহযোগী অধ্যাপক, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়
writermiltonbiswas@gmail.com